পত্রিকা পড়ুন
বিজ্ঞাপন দিন
পাঠক হোন।

যে জাতি নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে না,আল্লাহ সে জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না

-আল-কোরআন

পাঠকের হৃদয় জুড়ে, সত্যের সন্ধানে এগিয়ে যাচ্ছে.....

# দৈনিক মৈত্রী

www.dailymoitry.com

সবার জন্য শিক্ষা
আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান

রেজিঃ নং -চট্র-১৪৬, বান্দরবান ॥ ২৪ তম বর্ষ ॥ সংখ্যা-১৯৬ ॥ সোমবার ১৬ নভেম্বর ২০২৬ ইংরেজি ॥ ০১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বাংলা ॥ ০৫ জমা: সানি ১৪৪৮ হিজরী ॥ পৃষ্ঠা-৪, মূল্য-৫ টাকা



## সদরের কাছের গ্রাম

# নেই বিদ্যুৎ, নেই মোবাইল সংযোগ

### দুরত্ব মাত্র ৫ থেকে ৭ কিলোমিটার

**আলাউদ্দিন আলিফ :**
বান্দরবান সদর থেকে বালাঘাটা হয়ে বাকিছড়া। মূল সড়ক থেকে ডান দিকে চলে গেছে পাহাড়ী গ্রামের সড়ক। পিচডালা সড়ক হয়ে প্রায় ৩ কি.মি. পথ চলে আসার পর শুরু হয় ইট পাথরে বিছানো সড়ক। সড়কেই মুখেই রয়েছে বাকীছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে পাহাড়ি পথ ধরে ২ কি.মি. পথ পাড়ি দিলে দেখা মেলে বাকীছড়া বটতলী পাড়ার। চারদিকে সবুজ পাহাড় আর বুনো গাছপালার সমারোহ। নৈসর্গিক এই অপরূপ সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক বুক চাপা

◂◂ শেষের পাতায় দেখুন

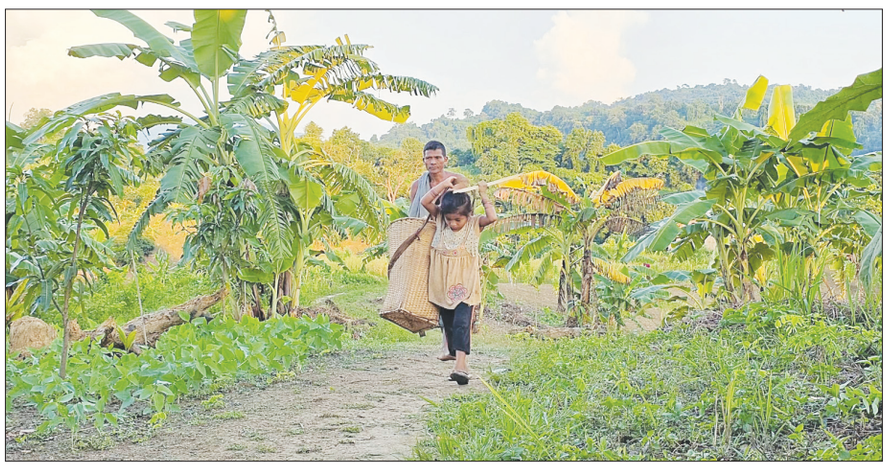
# এক জমিতে চার ফসল: বারি'র সহযোগিতায় বান্দরবানে কৃষকের বাজিমাত

**মো. হাসান মুন্না :**
বান্দরবান সদরের ওয়াই জংশন সংলগ্ন ক্রামাদি পাড়া। সেখানকার পাহাড়ি জমি এখন আর প্রচলিত নিয়মে পড়ে নেই। একটি নির্দিষ্ট খণ্ড জমি থেকেই সারা বছর পর্যায়ক্রমে আসছে বহুমুখী আয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কারিগরি সহায়তায় এক জমিতে চার ফসল করে নিজের ভাগ্য বদলেছেন স্থানীয় কৃষক লংরা ম্রো। তার এই পরিবেশবান্ধব ও লাভজনক সাফল্য পাহাড়ি কৃষিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।



লংরা ম্রো তার জমির প্রতিটি ইঞ্চি মাটি নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তার বাগানে ১৫০০ কফি গাছ রয়েছে যার মধ্যে ১৫০টি রোবাস্টা এবং বাকিগুলো অ্যারাবিকা। কফি গাছের ফাঁকে ফাঁকে লাগিয়েছেন ৪০টির মতো মাল্টা গাছ ও ড্রাগন ফল। মাটিতে সাথী ফসল হিসেবে বুনেছেন ১২ কেজি বারি ফেলন-১ (কাউপি)। এই ফসলগুলোর পাশাপাশি জিও ব্যাগে আদা চাষ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। মাত্র ৩ কেজি আদা রোপণ করে ২৫ কেজি ফলন পেয়েছেন, যার মধ্যে ২০ কেজি বিক্রি করে ৫ কেজি পুনরায় রোপণ করেছেন। ইতোমধ্যে ড্রাগন ফল বিক্রি করেও তিনি আর্থিকভাবে দারুণ লাভবান হয়েছেন। কৃষকের বাগানে এখন কফি চেরি পাকা শুরু হয়েছে। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে দুই-তিন ধাপে অ্যারাবিকা এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে রোবাস্টা কফি হারভেস্ট করা হয়। বিভিন্ন কোম্পানি সরাসরি বাগান থেকেই কাঁচা কফি কিনে নিয়ে যাচ্ছে। কৃষক লংরা ম্রো জানান, নিজস্ব প্রসেসিং ইউনিট থাকলে প্রক্রিয়াজাত কফির আরও কয়েকগুণ বেশি দাম পাওয়া সম্ভব হতো। ২০২২ সালের শেষের দিকে বারি'র কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পের আওতায় এই বাগানটি গড়ে তোলা হয়। এই আধুনিক কৃষি পদ্ধতির বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সেলিম বলেন,এটি একটি ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তি। একই জমি থেকে কৃষক একসাথে ড্রাগন, কফি এবং ফেলন পাচ্ছেন। কভার ক্রপ হিসেবে ফেলন খুবই জনপ্রিয় একটি ফসল, যা প্রাকৃতিকভাবে মাটিতে নাইট্রোজেন ধরে রাখে। কভার ক্রপ থাকার কারণে বৃষ্টির পানি সরাসরি মাটিতে পড়ে না, ফলে পাহাড়ি মাটির উর্বর

◂◂ শেষের পাতায় দেখুন



# পাহাড়ে পানিসংকট: হুমকিতে রোয়াংছড়ির শত একর বাগান

**মংখিং মারমা :**
বান্দরবানের রোয়াংছড়িতে ফল চাষ করে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন বুনছেন কৃষকরা। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পাহাড়ের তীব্র পানিসংকট। সেচের জন্য প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরের ঝিরি থেকে পানি টেনে আনতে কৃষকদের। এতে প্রতি লিটারে খরচ পড়ছে প্রায় দুই টাকা। পানির এমন আকাশছোঁয়া ব্যয়ের কারণে শত একর আয়তনের মিশ্র ফলের বাগানগুলো এখন চরম হুমকির মুখে, কাঙ্ক্ষিত ফলন থেকে বঞ্চিত

◂◂ শেষের পাতায় দেখুন

# একটি শক্তিশালী ও কার্যকর সংসদ গণতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র : স্পিকার

**স্টাফ রিপোর্টার :**
জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম বলেছেন, একটি শক্তিশালী ও কার্যকর সংসদ গণতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র। তিনি বলেন, আইন প্রণয়নের পাশাপাশি সংসদ-সদস্যদের আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা আইনপ্রণেতাদের অন্যতম দায়িত্ব। তিনি গতকাল জাতীয় সংসদের শপথ কক্ষে ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্ট্রেংথেনিং ইনস্টিটিউশন, পলিসিস এন্ড সার্ভিসেস (এসআইপিএস) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সংসদীয় তদারকি জোরদারকরণ' শীর্ষক অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংসদ সচিবালয়ের সচিব ব্যারিস্টার মো. গোলাম সরওয়ার ভুঁইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি এবং ইউএনডিপি'র আবাসিক প্রতিনিধি স্টিভেন রদ্রিগেজ। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিধি যেমন বেড়েছে, তেমনি প্রকল্পের বাস্তবায়নের কারিগরি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জটিলতাও বেড়েছে। একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থেকে সরকারি সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা সংসদ-সদস্যদের দায়িত্ব। তিনি বলেন, এই অরিয়েন্টেশন কর্মশালার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। স্পিকার বলেন, জনগণের আকাঙ্খা ও প্রত্যাশা পূরণে বর্তমান সংসদ কাজ করছে। বিগত ১৫ বছর প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুন্ন করেছে।




# এপেক্স ক্লাব অব বান্দরবানের উদ্যোগে অসহায় নারীর হাতে সেলাই মেশিন

**মৈত্রী ডেস্ক :**
অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাউজানের এক অসহায় নারীকে সেলাই মেশিন উপহার দিয়েছে আন্তর্জাতিক সেবা সংগঠন এপেক্স ক্লাব অব বান্দরবান। ১৫ নভেম্বর চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের বেস্ট ওয়েস্টিন হোটেলে এপেক্স ক্লাব অব নোয়াপাড়া আয়োজিত সংগঠনের সাধারণ সভায় রাউজান উপজেলার সুলতানপুর এলাকার দরিদ্র পরিবারের নারী রুনা আক্তারের হাতে

◂◂ শেষের পাতায় দেখুন



## তুরস্ক থেকে ঢাকায় ফিরলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার :**
তুরস্ক সফর শেষে ঢাকায় ফিরেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। দেশে ফিরে গতকাল রোববার (১৫ নভেম্বর) তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। পাশাপাশি নিজ দপ্তরে অফিসও করেছেন। নিউইয়র্ক থেকে তুরস্কে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দেন ড. খলিলুর রহমান। সম্মেলনে যোগদান শেষে শনিবার (১৪ নভেম্বর) ঢাকায় ফিরেছেন। ঢাকায় ফিরেই রাষ্ট্রীয় ও দাপ্তরিক কার্যক্রমে অংশ নেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। রোববার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত দাপ্তরিক কাজ করেন তিনি।

# বিশ্ববাজারে তুলার সংকট বাড়তে পারে দাম

**বিশেষ প্রতিবেদক ■**
তুলার উৎপাদনের তুলনায় বিশ্ববাজারে ব্যবহার বাড়তে থাকায় সরবরাহ সংকটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ২০২৬-২৭ মৌসুমে বিশ্বে তুলার চাহিদা উৎপাদনের চেয়ে প্রায় ৫৩ লাখ বেল বেশি হতে পারে। একই সময়ে বৈশ্বিক তুলার মজুদ গত ১৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসার পূর্বাভাস দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ (ইউএসডিএ)। এতে আগামী কয়েক মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে তুলার দাম বাড়ার চাপ তৈরি হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে ব্যয় বৃদ্ধির ঝুঁকিতে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশের বস্ত্র ও তৈরি পোশাকশিল্প। এরই মধ্যে গ্যাস সংকটে উৎপাদন সক্ষমতার পুরোটা কাজে লাগাতে পারছে না দেশের স্পিনিং মিলগুলো। নীতিগত সহায়তা থাকলেও জ্বালানির অভাবে উৎপাদন বাড়াতে না পারায় বৈশ্বিক তুলাবাজারের সম্ভাব্য সংকট বাংলাদেশের শিল্পের জন্য বাড়তি উদ্বেগ তৈরি করছে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের (ইউএসডিএ) ফরেন এগ্রিকালচারাল সার্ভিসের (এফএএস) নভেম্বর ২০২৬-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৬-২৭ মৌসুমে বিশ্বে তুলার উৎপাদন হতে পারে ১১ কোটি ৭৪ লাখ ৮০ হাজার বেল। বিপরীতে ব্যবহার বা ভোগের পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ১২ কোটি ২৭ লাখ ৫০ হাজার বেল।



অর্থাৎ উৎপাদনের তুলনায় বিশ্বে তুলার চাহিদা বেশি থাকবে প্রায় ৫২ লাখ ৭০ হাজার বেল। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মৌসুম শেষে বৈশ্বিক তুলার মজুদ কমে দাঁড়াতে পারে ৭ কোটি ৫ লাখ ৭০ হাজার বেলে। গত মৌসুমে এ মজুদ ছিল ৭ কোটি ৫৬ লাখ ৪০ হাজার বেল। অর্থাৎ এক মৌসুমেই মজুদ কমতে পারে প্রায় ৫০ লাখ ৭০ হাজার বেল। গত ১৫ বছরের মধ্যে এটিই হবে তুলার সর্বনিম্ন মজুদ। ফলে নতুন করে উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলে আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ সংকট এবং মূল্যবৃদ্ধির চাপ তৈরি হতে পারে। বিশ্বের অন্যতম প্রধান তুলা আমদানিকারক বাংলাদেশও এই পরিস্থিতির বাইরে নয়। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ সংকটের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ জ্বালানি সংকট, স্পিনিং মিলের উৎপাদন সক্ষমতা হ্রাস এবং শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের তুলার ব্যবহার ও আমদানি উভয়ই কমছে।




# জাতীয় দৈনিক ভোরের চেতনা পত্রিকার ২৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

**লামা প্রতিনিধি :**
পার্বত্য লামায় আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপিত হলো দৈনিক 'ভোরের চেতনা'র ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। 'সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন'; এই স্লোগানকে ধারণ করে পথচলা জাতীয় দৈনিক 'ভোরের চেতনা' পত্রিকার ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অত্যন্ত আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে বান্দরবানের লামা উপজেলায় উদযাপিত হয়েছে। রোববার (১৫ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় লামা প্রেসক্লাব হলরুমে স্থানীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এক বর্ণাঢ্য আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দৈনিক 'ভোরের চেতনা' পত্রিকার লামা উপজেলা

◂◂ শেষের পাতায় দেখুন

## চার মাসে প্রবাসী আয় ১ হাজার ১৪৬ কোটি ডলার

**স্টাফ রিপোর্টার :**
চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) বৈধ পথে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ১ হাজার ১৪৬ কোটি ৫৯ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব থেকে। রেমিট্যান্স পাঠানোর শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় আরও রয়েছে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে সৌদি আরবে বসবাসরত প্রবাসীরা দেশে সর্বোচ্চ ২১৯ কোটি ৮৪ লাখ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৬১ কোটি ৬৬ লাখ মার্কিন ডলার এসেছে যুক্তরাজ্য থেকে। শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে ১০৫ কোটি ৩৫ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার। এ ছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ১০২ কোটি ৬৫ লাখ ৭০ হাজার, মালয়েশিয়া থেকে ৯০ কোটি ১৯ লাখ ৫০ হাজার।



# বান্দরবানে গিরি গোবর্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব ভক্তদের মিলনমেলায় মুখর মন্দির প্রাঙ্গণ

**রিমন পালিত :**
ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ভজন-কীর্তন আর ভক্তদের পদচারণায় উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল পার্বত্য জেলা বান্দরবানের কালাঘাটাস্থ শ্রী শ্রী রাধা গিরিধারী মন্দির প্রাঙ্গণ। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে সেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে শ্রী শ্রী গিরিরাজ গোবর্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব। জেলার বিভিন্ন এলাকা, বিশেষ করে সাত উপজেলা থেকে আসা প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার সনাতনী ভক্তের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী এ আয়োজন পরিণত হয় এক বৃহৎ ধর্মীয়

◂◂ শেষের পাতায় দেখুন

## কাপ্তাই হ্রদের সীমানা জরিপে জটিলতা

# দখলদার শনাক্তে বাড়ছে চ্যালেঞ্জ

**বিশেষ প্রতিবেদক ■**
কাপ্তাই হ্রদের অবৈধ স্থাপনা ও দখলদার চিহ্নিত করতে চার মাসের মধ্যে প্রকৃত সীমানা জরিপ শেষ করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। তবে হ্রদের সীমানা নির্ধারণ, সরকারি বন্দোবস্তের বৈধতা এবং প্রকৃত দখলদার শনাক্ত করা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। ফলে, আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়ন কতটা সহজ হবে, তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। সংশ্লিষ্টদের মতে, সঠিক জরিপ ও দখলদারের সংজ্ঞা নির্ধারণ না হলে উচ্ছেদ কার্যক্রমে নতুন জটিলতা দেখা দিতে পারে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ আগস্ট বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি আজিজ আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এক সম্পূরক আবেদনের শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। হ্রদের প্রকৃত মানচিত্র অনুসারে জরিপ করে অবৈধ স্থাপনার মালিকদের নাম-ঠিকানাসহ তালিকা আদালতে জমা দিতে রাঙ্গামাটির জেলা প্রশাসক ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৬ জানুয়ারি ২০২৭ প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য করেছেন আদালত। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে কাপ্তাই হ্রদের বিভিন্ন অংশে পানির জায়গা ভরাট করে বসতবাড়ি, দোকানপাটসহ নানা ধরনের স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগ রয়েছে। এতে একদিকে হ্রদের আয়তন সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে বাড়ছে পরিবেশদূষণ। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সৃষ্ট দেশের বৃহত্তম কৃত্রিম এই হ্রদটি দখল ও দূষণের চাপে পড়ায় উদ্বেগ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশকর্মীদের মধ্যে।

**আদালতের নির্দেশ ও আগের উদ্যোগ**

কাপ্তাই হ্রদের দখল ও দূষণ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং জনস্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের (এইচআরপিবি) পক্ষ থেকে ২০২২ সালে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়। ওই বছরের ১৭ অক্টোবর আদালত হ্রদে নতুন করে মাটি ভরাট ও স্থাপনা নির্মাণ বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া এবং সীমানা জরিপ করে অবৈধ দখলদারদের তালিকা দাখিলের নির্দেশ দেন। তবে পরবর্তী সময়ে উচ্ছেদ কার্যক্রমে হ্রদের প্রকৃত সীমানা ও জমির মালিকানা নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। সংশ্লিষ্ট জায়গার মালিকানা দাবি করেন অনেকেই। ফলে কারা প্রকৃত অবৈধ দখলদার, তা শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় হ্রদের প্রকৃত মানচিত্র অনুসারে জরিপ এবং অবৈধ স্থাপনার মালিকদের নাম-ঠিকানাসহ তালিকা তৈরির নির্দেশনা চেয়ে আদালতে সম্পূরক আবেদন করা হয়।

**সরকারি বন্দোবস্ত নিয়েও প্রশ্ন**

হাইকোর্টের নতুন নির্দেশনার পর জরিপের নিরপেক্ষতা ও সঠিকতা নিয়ে আলোচনা তৈরি হয়েছে। সচেতন মহলের মতে, কাপ্তাই হ্রদের প্রকৃত সীমানা নির্ধারণে সরকারি নকশা, পুরোনো ভূমি রেকর্ড এবং মাঠপর্যায়ের বাস্তব অবস্থার সমন্বয় করতে হবে। তা না হলে প্রকৃত দখলদার শনাক্তের বদলে নতুন করে বিরোধ ও জটিলতা তৈরি হতে পারে। রাঙ্গামাটির পরিবেশকর্মী ফজলে এলাহী বলেন, ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধেই অবৈধ দখলদারদের জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ফলে কাকে অবৈধ দখলদার বলা হবে, সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তিনি বলেন, 'এখানে লেকের সীমানা নির্ধারণ করতে হবে সবার আগে এবং অবৈধ দখলদারদের সংজ্ঞা কী হবে, তা ঠিক করতে হবে।' আইনজীবী দীননাথ তঞ্চঙ্গা বলেন, কাপ্তাই হ্রদের সীমানা ১২০ ফুট পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল।



## দেশে নাশকতা ও অরাজকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে : রিজভী

**স্টাফ রিপোর্টার :**
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, পতিত আওয়ামী লীগ পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে ইন্ধন ও উসকানি দিয়ে দেশের ভেতরে নাশকতা ও অরাজকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে প্রশাসনকে সহযোগিতা করবেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। গতকাল রোববার রাজধানীর জিয়া উদ্যানে সদ্য গঠিত ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির উদ্যোগে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

শেষের পাতা

পাঠকের হৃদয় জুড়ে, সত্যের সন্ধানে এগিয়ে যাচ্ছে.....

# দৈনিক মৈত্রী

www.dailymoitry.com

সোমবার ১৬ নভেম্বর ২০২৬ ইংরেজি ॥ ০১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বাংলা ॥ ০৫ জমা: সানি ১৪৪৮ হিজরী



## ৫৬ রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল

-সংসদে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার :**

বিদেশে কর্মী পাঠাতে নানা অনিয়ম ও প্রতারণার অভিযোগে সম্প্রতি ৫৬টি রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। রবিবার জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের পঞ্চম দিনের লিখিত প্রশ্নোত্তর পর্বে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য রেহানা আক্তার রানুর এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ তথ্য জানান। প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী জানান, বিদেশে পাঠানোর পর চাকরি বা ইকামা না পাওয়া, চুক্তি অনুযায়ী বেতন না দেওয়া এবং চাকরির নামে প্রতারণাসহ কর্মী ও তাদের অভিভাবকদের বিভিন্ন অভিযোগ নিবিড়ভাবে তদন্ত করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এসব অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে 'প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান আইন, ২০১৩' অনুযায়ী অনিয়মকারী ৫৬টি রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।

## গোপালগঞ্জে নতুন ডিসি-এসপি পাঠাল সরকার

**স্টাফ রিপোর্টার :**

গোপালগঞ্জে নতুন জেলা প্রশাসক ( ডিসি) ও পুলিশ সুপার পাঠিয়েছে সরকার। সেখানকার ডিসি মো. আরিফউজজামানকে প্রত্যাহার করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত করা হয়েছে। এই জেলায় নতুন ডিসি হিসেবে হবিগঞ্জের ডিসি জিএম সরফরাজকে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া গোপালগঞ্জে নতুন পুলিশ সুপার (এসপি) হিসেবে ফেনীর বর্তমান এসপি প্রত্যুষ কুমার মজুমদারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর গোপালগঞ্জের এসপি মো. হাবীবুল্লাহকে ফেনীতে বদলি করা হয়েছে। গতকাল রোববার (১৫ নভেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব তৌছিফ আহমেদ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। গতকাল (রোববার) হাতে লগি-বৈঠা, লাঠিসোঁটা, রামদা, চায়নিজ কুড়াল, টেঁটা, বল্লমসহ দেশি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গোপালগঞ্জ শহরের বিভিন্ন সড়কে মিছিল করে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

# ভুল ওষুধ সেবনে বাড়ছে বিপদ

**বিশেষ প্রতিবেদক ■**

জ্বর, সর্দি কিংবা সামান্য অসুস্থতা-প্রায় সব সমস্যার সমাধানেই অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের প্রবণতা বাড়ছে। অনেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ফার্মেসি থেকে কিনে খাচ্ছেন এসব ওষুধ। কেউ আবার সুস্থ বোধ করলেই মাঝপথে বন্ধ করে দিচ্ছেন সেবন। অ্যান্টিবায়োটিকের এমন অনিয়ন্ত্রিত ও ভুল ব্যবহারে ক্রমেই ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে উঠছে জীবাণু। ফলে কার্যকারিতা হারাচ্ছে জীবন রক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক, বাড়ছে চিকিৎসা জটিলতা ও মৃত্যুঝুঁকি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখনই এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে জনস্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ সংকট তৈরি হতে পারে। তথ্য অনুযায়ী, অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহারের ফলে জীবাণু এখন নিজেই প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সী মানুষের শরীরেই এখন এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠছে জীবাণু। স্বাস্থ্যঝুঁকির এই বিষয়টি খুবই উদ্বেগের। অ্যান্টিবায়োটিকের এমন ব্যবহার শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয়, বিশ্বব্যাপী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালে সারা বিশ্বে এই কারণে ১২ লাখ ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। একই সময়ে বাংলাদেশে ২৬ হাজার বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। অ্যান্টিবায়োটিক পরিস্থিতি নিয়ে কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের যৌথ উদ্যোগে এক গবেষণায় বলা হয়, অ্যান্টিবায়োটিক সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন



প্রেসক্রিপশন ছাড়াই বিপজ্জনক ওষুধ সেবন

না দেশের ৬৭ দশমিক ৩ শতাংশ ফার্মেসির কর্মীরা।

বাংলাদেশের আট বিভাগের ৪২৭টি ফার্মেসিতে জরিপ করে এমন চিত্র দেখা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগ বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে গবেষণা করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, বাজারে বহুল ব্যবহৃত ১১টি অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে ৫টি জীবাণু কর্তৃক প্রতিরোধী। এসব অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা কমে যাওয়ায় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা নেওয়া রোগীদের ৩৪ শতাংশ সুস্থ হচ্ছেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ হার ৭২ শতাংশ পর্যন্ত। ধহঃরনড়ধঃরপ ফস-১গবেষণা সংশ্লিষ্টদের মতে, অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহারের কারণে জীবাণুর মধ্যে ওষুধ প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে বিবেচনা না করেই অ্যান্টিবায়োটিক লিখছেন। ফলে ক্রমেই কমছে এসব ওষুধের কার্যকারিতা। আবার রোগীরা চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক সেবনও করছেন না। দুই/তিন দিন খাওয়ার পর শরীরে ভালো অনুভব করলে আর এন্টিবায়োটিক খান না। তখন শরীরে জীবাণু থেকে যায়। পরবর্তীতে আবার এন্টিবায়োটিক খেলেও জীবাণু প্রতিরোধী হয়ে উঠে। তখন আর এন্টিবায়োটিক খেলেও রোগী সুস্থ হয় না। এক শ্রেণি রোগী এন্টিবায়োটিকের দাম বেশি বলে কিছুদিন খেয়েই কোর্স কমপ্লিট না করেই বন্ধ করে দেন। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) জরিপের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ৪১ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কাজ করছে না। অন্য সব রোগের ক্ষেত্রে এই হার ৭ শতাংশ। কোনো রোগী ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হলে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হয়।



# রফতানি বহুমুখীকরণে গুরুত্ব দিতে হবে: বাণিজ্যমন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার :**

বাংলাদেশকে শুধু পোশাকশিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বহুমুখী আন্তর্জাতিক সোর্সিং গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। গতকাল রবিবার (১৫ নভেম্বর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জের পূর্বাচলে অবস্থিত বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে 'গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো ঢাকা-২০২৬'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে পোশাক শিল্পের মাধ্যমে শক্তিশালী সুনাম অর্জন করেছে। তবে ভবিষ্যতে দেশের রফতানি খাতকে আরও সম্প্রসারণ করতে হলে পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ, উদ্ভাবন, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি রফতানি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে নতুন নতুন সম্ভাবনাময় খাতকে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, এবারের গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপোতে ১২টি সম্ভাবনাময় খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করছে। দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান, স্টল এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতার সংখ্যা বেড়েছে। এ ধরনের আয়োজন দেশের রফতানি সম্প্রসারণ, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নতুন ব্যবসায়িক সম্ভাবনা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মন্ত্রী বলেন, বিটুবি (ই২ই) ম্যাচমেকিং সভা ও কারখানা পরিদর্শনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব শরীফ উদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের প্রশাসক ফজলুল হক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মো. খালেদ হোসাইন মাহবুব এবং রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ।



# সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার :**

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, 'সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যে কোনো ধরনের নাশকতা ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি বলেন, 'মাদক প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে ১০৮ কিলোমিটার বর্ডার ফেন্সিং নির্মাণ ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গতকাল রবিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় তিনি এ কথা বলেন। জাতীয় সংসদ ভবনে কমিটির সভাপতি জয়নুল আবেদীনের সভাপতিত্বে এ বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কমিটির সদস্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম, জাতীয় সংসদের হুইপ রকিবুল ইসলাম, মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু, সংসদ সদস্য মো. কামরুজ্জামান, মনোয়ার হোসেন এবং শিরীন সুলতানা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে সভাপতি জয়নুল আবেদীন মাদক উৎপাদন, সরবরাহ ও পাচারের উৎস চিহ্নিত করে তা নির্মূলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একইসাথে মাদক ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক ও অপরাধ লব্ধ অর্থের প্রবাহ তদন্ত করার সুপারিশ করেন। জাতীয় সংসদের হুইপ রকিবুল ইসলাম বলেন, 'উন্নত দেশগুলোর মতো সীমান্তে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং ড্রোন সার্ভেইল্যান্সের কার্যকর ব্যবহার বাড়াতে হবে। আরেক হুইপ মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু বলেন, 'মাদকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সামাজিক বিপ্লব। এটি শুধু মন্ত্রণালয় বা কোনো একক বাহিনীর কাজ কিংবা দায়িত্ব নয়; বরং এটি একটি সমন্বিত জাতীয় দায়িত্ব। বৈঠকে মাদকদ্রব্য-সংক্রান্ত অপরাধ নির্মূলে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ দ্রুত নিশ্চিতকরণ এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া, দেশে মাদক প্রবেশের ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত এলাকা ও রুটসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), কোস্ট গার্ড, পুলিশ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমন্বিত নজরদারি, অভিযান পরিচালনা এবং কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, পুলিশ মহাপরিদর্শক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের মহাপরিচালক, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রধানগণসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

# প্রশাসনে গতি আনতে 'রেড অ্যালার্ট'

**স্টাফ রিপোর্টার :**

সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি ও নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত গতি আনতে পারছে না প্রশাসন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কাজে ধীরগতি, দায়িত্ব পালনে নিষ্ক্রিয়তা এবং কর্মকর্তাদের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের মূল্যায়নে উঠে এসেছে যে, প্রশাসনের একটি অংশের মধ্যে দায়িত্ব পালনের চেয়ে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার প্রবণতা বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এতে নতুন সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে সচিবদের কঠোর বার্তা দিয়েছেন সরকারের শীর্ষ দুই আমলা। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পরিচিতি কিংবা সখ্য দিয়ে কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন করা হবে না। সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যারা দক্ষতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারবেন, তারাই দায়িত্বে থাকবেন। অদক্ষ কর্মকর্তাদের প্রয়োজনে সরিয়ে দেওয়া হবে। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে পদ ছেড়ে দেওয়ারও আহ্বান জানানো হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. নাসিমুল গণির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এসব বার্তা দেওয়া হয়। এতে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবিএম আব্দুস সাত্তারসহ অধিকাংশ সচিব উপস্থিত ছিলেন। কয়েক ঘণ্টার নোটিসে ডাকা এ বৈঠকে প্রশাসনের কর্মদক্ষতা, সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়ন, উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি এবং মন্ত্রণালয়গুলোর সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। দুপুর আড়াইটা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত এ বৈঠক চলে। বৈঠকে উপস্থিত একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বৈঠকে বলা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের ওপর আস্থা রেখেই রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন। এ আস্থার মর্যাদা রাখতে হবে কাজের মাধ্যমে। সরকারের অগ্রাধিকার অনুযায়ী দৃশ্যমান অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে; শুধু নিয়মরক্ষার মধ্যে দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। রাজনৈতিক বিরোধ, মতপার্থক্য কিংবা অভ্যন্তরীণ গ্রুপিংয়ের কারণে অনেক সময় মাঠপর্যায়ের প্রকৃত চিত্র রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে পৌঁছায় না। সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভর করেন। তাই তাদের দায়িত্বশীলতা ও পেশাদারত্বের পরিচয় দিতে হবে।

**দায়িত্বে অবহেলা করলে পদ ছাড়তে হবে :**

বৈঠকের আলোচনায় উঠে আসে যে, কোন কোন কর্মকর্তা রাজনৈতিক তদবিরে সচিব পদে আসীন হতে দৌড়ঝাঁপ করেছেন। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার পর মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্ব পালনে দক্ষতা দেখাতে পারছেন না। কতিপয় সচিবের প্রশাসনিক অদক্ষতায় রাজনৈতিক নেতৃত্বেও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের একটি অংশ মনে করছেন, সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রশাসনের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রীও এ বার্তা পেয়েছেন। বৈঠকে একজন সচিব মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও মুখ্য সচিবের উদ্দেশে বলেন, 'রাজনীতিবিদদের মধ্যে এমন ধারণা তৈরি হয়েছে যে, প্রশাসনের কর্মকর্তারা যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন না। হয়তো এ অভিযোগ সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তারপরও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা প্রয়োজন। তিনি জানান, বিষয়টি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা তিনি জানেন না। তবে যদি সত্যিই এ রকম হয়, তাহলে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়াই ভালো। আর যদি তা সত্য না হয়, তাহলে মন্ত্রণালয়ের কাজের মাধ্যমে এই ধারণা ভেঙে দেওয়া প্রয়োজন।

বৈঠকে শীর্ষ দুই আমলা সচিবদের উদ্দেশে জানান, ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা সখ্যের ভিত্তিতে কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন করা হবে না। সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কে কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখছেন এবং মন্ত্রণালয়ের কাজে কতটা অগ্রগতি হচ্ছে, সেটিই হবে মূল্যায়নের প্রধান ভিত্তি। অদক্ষতা ও দায়িত্বে অবহেলার প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সরিয়ে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে। সূত্র জানায়, সচিববের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবিএম আব্দুস সাত্তার বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আপনাদের ওপর আস্থা রেখেই রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন। এ আস্থার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বাবা ও মা দুজনই রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা ও প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট ধারণা রয়েছে।

## হারানো বিজ্ঞপ্তি

আমি উম্যায়ী (৩২), পিতা: উসাইং মং মার্মা, মাতা: মামাচিং, ঠিকানা: বান্দরবান পৌরসভা, গ্রাম- উজানীপাড়া (ব্লক লিডার-কে), ইউনিয়ন/ওয়ার্ড- ওয়ার্ড নং-০৫ (বান্দরবান সদর পৌরসভা), থানা- বান্দরবান সদর, জেলা- বান্দরবান। গত ০২/১১/২০২৬ইং তারিখ সকাল অনুমান ১১:৩০ ঘটিকার সময় বান্দরবান সদর থানাধীন উজানীপাড়া হইতে বান্দরবান সদরে আসার পথিমধ্যে অজ্ঞাতভাবে আমার সাথে থাকা আমার নিজ নামীয় নিম্নোক্ত মার্কশিটগুলো হারিয়ে যায়। এসএসসি (বিজ্ঞান বিভাগ) মূল মার্কশিট, যার রোল নং-১১১৮৭৯, সেশন-২০০৮-২০০৯ইং, চট্টগ্রাম বোর্ড। এইচএসসি (বিজ্ঞান বিভাগ) মূল মার্কশিট, যার রোল নং- ১১১৭০৪, সেশন-২০১০-২০১১ইং, ঢাকা বোর্ড। এ বিষয়ে বান্দরবান থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। জিডি নাম্বার: ৬২৭। তারিখ: ১৪.১১.২০২৬।

## হারিয়েছে

আমি উম্মে সালিম সৌহা, পিতা- মোহাম্মদ ছফির উদ্দিন, মাতা- শিরিনা আক্তার, সাং- বন পাড়া, বোরচরর ইউনিয়ন, ময়মনসিংহ সদর, জেলা- ময়মনসিংহ, আমার BNMC রেজিস্ট্রেশন কার্ড হারিয়েছে, যাহার রেজিস্ট্রেশন নং-৪১৬৭০, সেশন-২০২২-২০২৩, বান্দরবান সদর থানার জিড়ি নং-৪৪৮ তারিখ:-০৯/০২/২০২৬ইং

## নেই বিদ্যুৎ, নেই মোবাইল

দীর্ঘশ্বাসের গল্প। শতাব্দী প্রাচীন এই পাড়াটিতে আজ পর্যন্ত পৌঁছায়নি আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে জরুরি অনুষঙ্গবিদ্যুতের আলো। শুধু বিদ্যুৎহীনতাই নয়, যোগাযোগ ব্যবস্থার এই উৎকর্ষের যুগেও এখানে নেই কোনো মোবাইল নেটওয়ার্ক। ফলে দেশের অন্যান্য প্রান্ত তো বটেই, খোদ বান্দরবান শহরের খবরাখবর থেকেও অনেকটাই বিচ্ছিন্ন এক জীবনযাপন করছেন এই গ্রামের বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শত বছরেরও বেশি পুরনো ঐতিহ্যবাহী এই বটতলী পাড়ায় বর্তমানে প্রায় ৫০টি পরিবারের বসবাস। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তারা প্রকৃতির সাথে লড়াই করে এখানে টিকে আছেন। বান্দরবান শহরের এত কাছাকাছি অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও উন্নয়নের ছোঁয়া যেন সযতনে এড়িয়ে গেছে পাহাড়ের এই জনপদকে। বিভিন্ন সময়ে এখানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার নানা রকম প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দেওয়া হলেও তা কেবল 'কথার কথা' হয়েই থেকে গেছে। বাস্তবে আজ পর্যন্ত বিদ্যুতের খুঁটি বা তারের দেখা পাননি পাড়াবাসী। বিদ্যুৎ না থাকায় দৈনন্দিন জীবনে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন গ্রামের প্রতিটি বয়সের মানুষ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এলাকার কোমলমতি শিক্ষার্থীরা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। দিনের আলো ফুরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে যায় পুরো গ্রাম। তখন হারিকেন, কুপির নিভু নিভু আলো কিংবা মোমবাতিই হয়ে ওঠে একমাত্র ভরসা। পর্যাপ্ত আলোর অভাবে রাতে ঠিকমতো পড়াশোনা করতে পারে না শিক্ষার্থীরা। এছাড়া গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহেও স্বস্তি নেই তাদের জীবনে। ফ্যান চালানোর উপায় না থাকায় হাঁসফাঁস করতে হয় শিশু থেকে শুরু করে বয়োজ্যেষ্ঠ সবাইকে। অন্যদিকে মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকায় জরুরি মুহূর্তে বিশেষ করে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে শহরে ডাক্তার বা অ্যাম্বুলেন্স ডাকার মতো কোনো উপায়ও থাকে না। ছুটতে হয় মাইলের পর মাইল। দৈনন্দিন জীবনের এই টিকে থাকার সংগ্রাম নিয়ে কথা হয় পাড়ার এক সাধারণ বাসিন্দার সঙ্গে। চরম আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, বিদ্যুৎ না থাকায় আমরা সত্যি বলতে অনেক কষ্টে দিন পার করছি। বিশেষ করে গরমের দিনে এই কষ্ট কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ঘরে একটা ফ্যান চালানোর উপায় নেই। ফ্রিজ না থাকায় কোনো কাঁচা বাজার বা রান্না করা খাবার বেশি সময় সংরক্ষণ করে রাখা যায় না। বাধ্য হয়ে অনেক সময় কষ্ট করে জোগাড় করা খাবার নষ্ট হয়। ফেলে দিতে হয়। বটতলী পাড়ার এই বঞ্চনার সবচেয়ে করুণ ও মানবিক রূপটি ধরা পড়ে এলাকার এক বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধার কথায়। জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসেও বিদ্যুতের আলো দেখার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন তিনি। দীর্ঘশ্বাসের সাথে তিনি জানান, সেই কবে থেকে শুনে আসছি আমাদের এলাকায় বিদ্যুৎ আসবে। আশায় আশায় কতগুলো বছর চোখের সামনে দিয়ে পার হয়ে গেল কিন্তু এখনো বিদ্যুতের দেখা পেলাম না। মরার আগে যদি অন্তত নিজের চোখে পাড়ায় বিদ্যুতের আলো দেখে যেতে পারতাম, তবে মরেও শান্তি পেতাম। এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি ও বঞ্চনা নিয়ে কথা হয় বটতলী পাড়ার কারবারি (পাড়াপ্রধান) উথোয়াই চিং-এর সাথে। তিনি হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, আমাদের পাড়াবাসীর দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবিড়এখানে দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হোক। বিভিন্ন সময়ে সরকারি-বেসরকারি নানা পর্যায় থেকে বারবার আশ্বাস দেয়া হয়েছে কিন্তু তা কখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি। বিদ্যুৎ না থাকায় আমাদের এলাকা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার মান-সব দিক দিয়েই মারাত্মকভাবে পিছিয়ে আছে। এমনকি জরুরি প্রয়োজনে খবরাখবর নেওয়ার জন্য আমাদের পাহাড় ডিঙিয়ে নেটওয়ার্ক খুঁজতে হয়। কারবারি আরও জানান, যুগের পর যুগ অন্ধকারে পড়ে থাকা এই পাড়ার মানুষের এখন একটাই প্রত্যাশা-কর্তৃপক্ষ যেন আর কালক্ষেপণ না করে দ্রুত বটতলী পাড়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। শহরের কোল ঘেঁষে থাকা একটি গ্রামের এমন অবহেলিত চিত্র সত্যিই হতাশাজনক। ডিজিটাল যুগে একটি শতবর্ষী পাড়া বিদ্যুতের অভাবে অন্ধকারে পড়ে থাকবে, তা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে পাড়াবাসীর একটাই জোর দাবি, সব আশ্বাসের কাছজাল ছিন্ন করে দ্রুত আলোর মুখ দেখুক ছবির মতো সুন্দর বাকীছড়া বটতলী পাড়া।

## এক জমিতে চার ফসল: বারি'র

উপরিভাগ ধুয়ে যায় না। পাহাড়ি এলাকায় সেচ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পানি সংকটের কারণে বর্তমানে মালচিং পদ্ধতিতে সেচ দিয়ে দারুণ উপকার পাচ্ছেন এই কৃষক। তবে সোলার প্যানেল বা অন্য কোনো পাম্পের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা করা গেলে পাহাড়ি কৃষিতে পানির ব্যবহার আরও সহজ হতো বলে মনে করেন তিনি। লংরা ম্রোর এই সমন্বিত কৃষি ভাবনা এবং বারি'র সময়োপযোগী সহযোগিতা প্রমাণ করেছে, সঠিক পরিকল্পনায় পাহাড়ি জমিও হয়ে উঠতে পারে সোনার খনি। এক জমিতে চার ফসলের এই লাভজনক মডেলটি অনুসরণ করলে পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য কৃষকেরাও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবেন।

## পাহাড়ের পানিসংকট: হুমকিতে

হচ্ছেন চাষিরা। রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে বেংছড়ি, খাব্রে, অংজাই, লুংলাই, বিক্রমণী ও মুনথার পাড়ার চিত্র এটি। এই ছয়টি পাড়ার ৯২টি পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস পাহাড়ের ঢালে গড়ে তোলা এসব বাগান। একেকটি পরিবারের ৫ থেকে ১৫ একর পর্যন্ত জমিতে আম, লিচু, কাজুবাদাম, কফি, লটকন ও কুলসহ নানা জাতের ফলের গাছ রয়েছে। বছরের পর বছর ঋণ ও জমানো পুঁজি বিনিয়োগ করে এখন কেবল সেচের অভাবেই তাদের বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে। পাহাড়ের দুর্গম পথ পেরিয়ে দেড় কিলোমিটার দূর থেকে পানি আনা ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিদের জন্য আর্থিকভাবে প্রায় অসম্ভব। নিজের জমিতে বাগান করা চশেনু মারমা জানান, মৌসুমের আগে সার ও পরিচর্যায় জমানো টাকা বিনিয়োগ করলেও, সেচের পানির অভাবে তাদের সব চেষ্টাই বৃথা যেতে বসেছে। আরেক ফলচাষি অংশৈনু মারমার কণ্ঠেও গভীর হতাশা। তিনি বলেন, দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করি, অথচ চোখের সামনেই পানির অভাবে বাগান শুকিয়ে যেতে